আত্ম-ধার্মিকতা

ইয়োব ১১:১-২০

ইয়োব সম্বন্ধে ১ এবং ২ অধ্যায়ে স্বয়ং ঈশ্বর বলেছেন, *"তার ন্যায় সিদ্ধ ও সরল, ঈশ্বর-ভয়শীল ও কুক্রিয়াত্যাগী লোক পৃথিবীতে কেউ নেই"* (১:৮; ২:৩)। ইয়োব সম্বন্ধে ১ অধ্যায়ে আরও বলা হয়েছে, *"বস্তুত পূর্ব দেশের লোকদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা মহান ছিল"* (১:৩)। ঈশ্বর ইয়োবকে জ্ঞানে ও ধনে প্রচুর আশীর্বাদ করেছিলেন। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যখন শয়তান এই বলে ইয়োবের ঈশ্বর-ভক্তির সমালোচনা করে, *"ইয়োব কি বিনা লাভে ঈশ্বরকে ভয় করে?"* শয়তান ঈশ্বরকে আরও বলে, *"তুমি, তার চারদিকে ও তার সর্বস্বের চারদিকে কি বেড়া দেও নাই? তুমি তার হাতের কাজ আশীর্বাদযুক্ত করেছ, এবং তার পশুধন দেশময় ব্যাপিয়াছে। কিন্তু তুমি একবার হাত বিস্তার করে তার সর্বস্ব স্পর্শ কর, তবে সে অবশ্য তোমার সম্মুখেই তোমাকে জলাঞ্জলি দেবে"* (১:৯-১১)।

শয়তানের এই মিথ্যা যুক্তি শুনে, একদিক থেকে ঈশ্বর ইয়োবের প্রশংসা করলেন, যখন তিনি শয়তান তথা তার যুক্তিকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে ইয়োবকে বেছে নিলেন। ইয়োবের জীবন থেকে আশীর্বাদসমূহ কেড়ে নিতে ঈশ্বর শয়তানকে অনুমতি দিলেন। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে ইয়োব তার পশুধন, দাস-দাসী, সন্তান-সন্ততি, এমন-কি নিজের স্বাস্থ্য পর্যন্ত হারাল। ধন-সম্পত্তি হারানোর তুলনায় সন্তানদের হারানো ইয়োবের পক্ষে খুবই কষ্টকর ছিল। তার উপর স্বাস্থ্য পর্যন্ত হারিয়ে ইয়োব সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ল। তথাপি, ইয়োব তা সিদ্ধতা ও ঈশ্বর-বিশ্বাসে স্থির থাকল।

এমন সময়, ইয়োবের ৪ বন্ধু তার এই পরিস্থিতিতে তাকে সান্ত্বনা দিতে দূর দেশ থেকে ইয়োবের কাছে এল। কিন্তু ইয়োবের পরিস্থিতি দেখে তারা এতখানি হতবাক হয়ে পড়ল যে, তারা কোনও কথা বলতে পারল না। তখন ইয়োব মুখ খুলল, এবং নিজের এমন পরিস্থিতির জন্য ক্ষোভ জানাল, এমনকী নিজের মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করল। এই সময় ইয়োব যে সমস্ত প্রশ্ন করেছিল, তা কেবল ঈশ্বরই উত্তর দিতে সক্ষম ছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর তাকে উত্তর দিলেন না। তখন ইয়োবের বন্ধুরা তাকে উত্তর দিতে তথা তার বিরুদ্ধে কথা বলতে, তথা ইয়োবের যন্ত্রণাকে আরও প্রকট করতে শয়তানেরই অস্ত্র হিসাবে এগিয়ে আসে।

আজ আমরা তাদেরই একজন, সোফরকে দেখতে পাচ্ছি। এর আগে ইয়োব তার অন্য বন্ধু ইলীফসের মুখ থেকে শুনেছে **মানুষ পাপী**; এবং বিল্‌দদ তাকে বলেছে **ঈশ্বর ন্যায়বিচারক।** তৃতীয় বন্ধু সোফর তার সঙ্গে যোগ করছে, **ঈশ্বর পাপের শাস্তি দিয়ে থাকেন কিন্তু আমরা যে শাস্তি পাবার যোগ্য তিনি তার থেকে অনেক কম শাস্তি দেন।**

ইলীফস ও বিল্‌দদের কথার প্রেক্ষিতে ইয়োব যেভাবে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে উত্তর দিয়েছে, সোফরের চিন্তায় তা বাচালের পরিচয়। তাই, তার কথার শুরুতে সোফর ঘৃণা ও ক্রোধের সঙ্গে ইয়োবকে বলেছে, *"এত কথার কি কিছু উত্তর দেওয়া যাবে না? বাচালকে কি ধার্মিক বলা যাবে? তোমার দর্পে কি সমস্ত মানুষ নীরব থাকবে? তুমি বিদ্রূপ করলে কি কেউ তোমাকে লজ্জা দেবে না?"* (২-৩ পদ)। অর্থাৎ, সোফরের কথানুসারে, ইয়োব বড় বেশি কথা বলে, যার কোনও অর্থ নেই। ইয়োবের প্রতি সোফরের এই অবজ্ঞার তিরস্কার ৪ ও ৫ পদেও প্রকাশিত হয়েছে, *"তুমি ঈশ্বরকে বলছ, 'আমার বাক্য শুদ্ধ, আমি তোমার দৃষ্টিতে শুচি।' আহা! ঈশ্বর একবার কথা বলুন, তিনি তোমার বিরুদ্ধে নিজের ওষ্ঠ খুলুন।"* অর্থাৎ, সোফরের কথা থেকে মনে করা যেতে পারে যে, সে নিজে ঈশ্বরের মনের কথা জানে। সে নিজে ঈশ্বরের পক্ষ হয়ে সওয়াল করছে। খ্রীস্ট বিশ্বাসী হিসাবে, যখন আমরা ঈশ্বরের মনের কথা জানি বলে মনে করি, তখন আমাদের যথেষ্ট সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

আজ আমরা আত্মধার্মিক সোফরের ভুল থেকে

শিখতে চলেছি। অবশ্য, একথা সত্যি, যে সোফর তার বক্তৃতায় যে সমস্ত কথা বলেছে, তা প্রকৃতপক্ষে সত্য; কিন্তু সেই সমস্ত সত্য ইয়োবের প্রতি প্রযোজ্য নয়। ৬ পদে, সোফর বলেছে, *"জানিও, ঈশ্বর তোমার অপরাধের অনেকটা ছেড়ে দিয়েছেন।"* অর্থাৎ, ইয়োব যদি তার অপরাধের সমুচিত দণ্ড পেত, তাহলে সে অনেক আগেই মরে যেত। এরপর সোফর বলেছে, মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের কর্মপ্রণালী কখনও জানা সম্ভব নয়, *"তুমি কি সর্বশক্তিমানের সম্পূর্ণ তত্ত্ব পেতে পার?"* (৭ পদ)। শেষে, সোফর ইয়োবকে তার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সেই পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে বলেছে, *"হাতে অধর্ম থাকলে যদি তা দূর কর, অন্যায়কে তোমার তাঁবুতে না বাস করতে দেও . . ."* (১৪ পদ)।

সোফর এখানে যে সমস্ত কথা বলেছে, তা নিঃসন্দেহে অবশ্য সত্য। কিন্তু তার এই সমস্ত সত্য কথা ইয়োবের প্রতি প্রযোজ্য নয়। কারণ, **ইয়োব যে দুর্দশা ভোগ করছে, তা তার পাপের জন্য নয়। ইয়োবের এই দুর্দশার কারণ ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বস্ততা,** শয়তান যে বিশ্বস্ততার পরীক্ষা করছে। তাই, ইয়োবের প্রতি সোফরের পরামর্শ কোনওভাবেই প্রযোজ্য নয়।

কেবল তাই নয়, ইয়োবের প্রতি সোফর যে বক্তব্য পেশ করেছে, তার মাধ্যমে সোফরের যে মনোভাব ফুটে উঠেছে, তা-ও খুবই মারাত্মক। কারণ, সোফরের বক্তব্যে আত্ম-ধার্মিকতা সুস্পষ্ট। **আত্ম-ধার্মিকতার অর্থ, নিজেকে সঠিক প্রতিপন্ন করা।** তাই, আত্ম-ধার্মিকতা সর্বদা অন্যদের দোষ ধরার মধ্যে আনন্দ উপলব্ধি করে। আত্ম-ধার্মিকরা ভাবে **তাদের কাছে সর্বদা সঠিক উত্তর আছে;** এবং বিশ্বাস করে যে **তারা সর্বদা সমস্ত কাজ ঠিক করে।** এমন-কি, যখন তারা ভুল প্রমাণিত হয়, তখনও তাদের ভুলের পিছনে তাদের সঠিক কারণ (অজুহাত) তাদের জানা থাকে। এই আত্ম-ধার্মিকতা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কম-বেশি বর্তমান। আর এর দ্বারা আমরা নিজেদের তথা আমাদের চারপাশের মানুষদের সমস্যার কারণ হয়ে উঠি। কারণ, এই আত্ম-ধার্মিকতা অন্যের বিচার করতে বা সমালোচনা করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। কেবল সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হওয়া নয়, অন্যদের নিয়ন্ত্রণ করতে বা পরিবর্তিত করতেও তা চেষ্টা করে। সে অন্যদের ক্ষমা করতে পারে না বা অন্যের কাছে ক্ষমা চাইতেও পারে না। আত্ম-ধার্মিক ব্যক্তি নত-নম্রতার বাহ্যিক প্রকাশ রাখলেও, কিন্তু মনে মনে নিজেকে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে ও ঈশ্বরের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে।

আপনি যদি আপনার জীবনে আত্ম-ধার্মিকতার গন্ধ পান, মনে রাখবেন তা ঈশ্বরের অনুগ্রহ। আমরা যারা সততার সঙ্গে আমাদের জীবনের আত্ম-ধার্মিকতা সমস্যার মুখোমুখি হতে ইচ্ছুক, ঈশ্বর তাদের জন্য ইয়োবের পুস্তকে সোফরের উদাহরণকে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইয়োবের প্রতি সোফরের পরামর্শ আমাদের ইঙ্গিত করে, কোন কোন বিষয় আমাদের মধ্যে আত্ম-ধার্মিকতাকে জন্ম দেয় এবং আমরা কীভাবে তা থেকে মুক্ত হতে পারি। **আমরা কীভাবে আত্ম-ধার্মিক হই?**

১। যখন আমরা নিজেদের পক্ষে সওয়াল করি *(defend ourselves)।* ১১:১-৬ পদে, সোফর স্পষ্ট ভাষায় ইয়োবকে জানিয়েছে যে, পাপ, অধর্ম বা অপরাধের শাস্তি হিসাবেই ইয়োব এমন দুর্দশা ভোগ করছে। কিন্তু সোফর একবারের জন্যও ইয়োবের কোনও নির্দিষ্ট পাপকে নির্দেশ করেনি। তাহলে, সোফর কেন এমন দাবি করেছে? কারণ এর দ্বারা সে নিজের শাস্তি না-পাওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছে।

আমরা যখন কলকাতার রাস্তায় শত-শত মানুষকে শুয়ে থাকতে বা ভিক্ষা করতে দেখি, তখন মনে মনে কী চিন্তা করি? তারা যদি (আমাদের মতো) নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে দায়িত্বশীল জীবন-যাপন করত, তাহলে, তাদের এমন জীবন-যাপন করতে হত না। এর দ্বারা আমরা যে কথা প্রতিপন্ন করতে চাইছি, তা হল, আমাদের নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীল জীবনই আমাদের ভিক্ষা করা থেকে এতদিন দূরে রেখেছে ও আগামী দিনেও দূরে রাখবে।

অর্থাৎ, আমরা মনে মনে এই ভাবি যে, বস্তিবাসী বা চোর-দস্যু বা বিবাহ-বিচ্ছেদকারীরা যা পাবার যোগ্য, তাই পাচ্ছে; আর আমি যা পাবার যোগ্য তা-ই পাচ্ছি। কিন্তু যদি আমরা সত্য স্বীকার করি ও

আত্মসমীক্ষার চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করি; তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের এই আত্ম-ধার্মিকতা নিজেদের সম্বন্ধে হীন-মনোভাব *(low self-image)* থেকেই আসে। কারণ, নিজেদের সম্বন্ধে যাদের এমন মনোভাব থাকে, তাদের পক্ষে নিজেদের পাপ বা ব্যর্থতা স্বীকার করার সাহস থাকে না। তারা তাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করতে পারে না। তাই, যীশু বলেছেন, ***"সুস্থ লোকদের চিকিৎসকে প্রয়োজন নেই, কিন্তু পীড়িতদেরই প্রয়োজন আছে"*** (মার্ক ২:১৭)। এর থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায়, নিজের পক্ষে সওয়াল করা থেকে বিরত হওয়া।

২। যখন আমরা ঈশ্বরের পক্ষে সওয়াল করি *(defend God)*। ৭-১২ পদে, সোফর এমন কথা বলেছে যে, মানুষের পক্ষে ঈশ্বরকে জানা সম্ভব নয়। কেবল তাই নয়, সে এই কথার পক্ষে অনেক যুক্তিও দিয়েছে। ইয়োবের প্রতি ঈশ্বর কেন এমন করেছেন, তা বর্ণনা করতে গিয়ে সোফর ঈশ্বরের পক্ষে সওয়াল করছে। কিন্তু বাস্তবে, ঈশ্বর যে বিশ্বস্ত বা ধার্মিক, তা প্রমাণের জন্য ঈশ্বরকে মানুষের সওয়ালের উপর নির্ভর করার কোনও প্রয়োজন নেই। কেবল তা-ই নয়, আমরা যখন সোফরের ন্যায় আমাদের জীবনে অথবা অন্যদের জীবনে ঈশ্বরের কাজের পক্ষে সওয়াল করার সহস দেখাই, তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা ভুল সওয়াল করে থাকি।

২বিবরণ ২৯:২৯ পদে এমন কথা বলা যেছে, "***নিগূঢ় বিষয় সকল আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অধিকার; কিন্তু প্রকাশিত বিষয় সকল আমাদের ও যুগে যুগে আমাদের সন্তানদের অধিকার, যেন এই ব্যবস্থার সমস্ত কথা আমরা পালন করতে পারি।***" অর্থাৎ, এমন অনেক বিষয় আছে, যা আমাদের পক্ষে জানা অসম্ভব। তা যখন আমরা স্বীকার করি, আমরা তখন প্রকৃত ঈশ্বর আরাধনা শুরু করি, যিনি অসীম এবং আমাদের সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা তাঁকে ধরা অসম্ভব।

৩। যখন আমরা আমাদের সাফল্যের পক্ষে সওয়াল করি *(defend our success)*। ১৩-২০ পদে, সোফর ইয়োবের দুর্দশার সঙ্গে নিজের সাফল্যকে তুলনা করে, নিজের সাফলের পক্ষে সওয়াল করেছে। ইয়োবের বর্তমান দুর্দশার প্রেক্ষিতে সোফর নিজের জীবনকে সাফল্য জ্ঞান করেছে, তাই ইয়োবকে সে তার সেই সাফল্যের চাবি-কাঠির কথা বলছে।

অবশ্যই, সাফল্যের বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনে অনেক উপকার পেতে পারি; কিন্তু আমরা যেন কখনও ঈশ্বরকে স্বর্গীয় ভেণ্ডিং মেশিন *(vending machine)* বলে ভুল না করি। যার অর্থ, সঠিক পয়সা ফেললে আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য লাভ করতে পারি। ঈশ্বর চান আমরা যেন তাঁকে বিশ্বাস করি, তাঁর উপর আস্থা রাখি; তাঁর সঙ্গে দর কষাকষির বা আদায় করার বা জোর-জুলুম করার বা দেনা-পাওনার বা পুরস্কার অর্জনের সম্পর্ক চিন্তা না করি।

তাই, জীবনে সাফল্য লাভকারী ব্যক্তির পক্ষে আত্মধার্মিক হওয়া খুব সহজ। পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাবার পর, বা ভালো চাকুরি লাভ করার পর, বা ওলিম্পিকে মেডেল পাবার পর, ঈশ্বরের অনুগ্রহকে স্বীকার করা খুব কঠিন। পরিবর্তে, জীবনে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণকেই সাফল্যের চাবিকাঠি বলে মনে করা খুব সহজ। তা আমাদের সাফল্যের পক্ষে সওয়াল করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, জীবনে প্রকৃত সাফল্য হল, ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্ত সম্পর্ক।

লুক ১৮:৯-১৪ পদে, যীশু আমাদের ন্যায় আত্ম-ধার্মিকদের উদ্দেশ্যে দৃষ্টান্তের শেষে সতর্ক করে বলেছেন, ***"যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা যাবে; কিন্তু যে নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা যাবে।"*** আত্ম-ধার্মিকতা আমাদের ঈশ্বর ও অন্য মানুষদের থেকে পৃথক করে। এর থেকে উদ্ধার পেতে হলে, আমাদের নিজেদের পক্ষে, ঈশ্বরের পক্ষে ও নিজেদের সাফল্যের পক্ষে সওয়াল করা থেকে দূরে থাকতে হবে।